কৃষকদের (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) মূল্য আশ্বাস এবং খামার পরিসেবা আইন ২০২০

২০২০ এর ২০ নং

প্রথম অধ্যায়

১. ১. এই আইনকে কৃষকের (পুরস্কারের নিশ্চয়তা এবং খামার পরিসেবা অধ্যাদেশ, ২০২০ এর ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা চুক্তি) বলা যেতে পারে।

২. আইনটি ৫ই জুন ২০২০ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

২. এই আইনে প্রসঙ্গটি অন্যথায় সংজ্ঞা না দিলে তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে হইবে ঃ

ক) "এপিএমসি ইয়ার্ড" অর্থ কৃষি উৎপাদন বাজার কমিটি ইয়ার্ডকে আচ্ছাদিত শারীরিক প্রাঙ্গণ, কোনো রাজ্য আইনের আওতায় বাজারজাতকরণ ও কাঠামোগত ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠিত নামে পরিচিত।

খ) কোম্পানি অর্থ দফায় সংজ্ঞায়িত একটি সংস্থা (কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ২এর ২০নং ধারানুযায়ী)

গ) "বৈদ্যুতিক বাণিজ্য ও লেনদেন প্লাটফর্ম" অর্থ বাণিজ্য পরিচালনার জন্য প্রত্যক্ষ এবং অনলাইন ক্রয় এবং বিক্রয় সহজতর করার জন্য একটি প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠিত করা হয়;

ঘ) ফার্ম সার্ভিসের মধ্যে বীজ, ফিড, চারণ, কৃষি রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি পরামর্শ সরবরাহ রয়েছে এবং কৃষক উৎপাদক সংস্থা অন্তর্ভূক্ত;

ঙ) "কৃষক" অর্থ কৃষকের উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তির অর্থ সব ক্রয় বা ভাড়াটে শ্রম কিনে অন্যথায় কিছু বলা না থাকিলে;

চ) "কৃষক উৎপাদনে সংস্থা" এর অর্থ একটি সংঘ বা কৃষকদের সংঘ, যে নামেই ডাকা হোক না কেন;

i) আপাতত কার্যকর থাকার জন্য যে কোনো আইনের আওতায় নিবন্ধিত;

ii) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষিত একটি পরিকল্পনা বা কর্মসূচীর আওতায় প্রচারিত;

ছ) "কৃষিকাজ চুক্তি" এর অর্থ কৃষক এবং পৃষ্ঠপোষক বা কৃষককে স্পনসর এবং যে কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যে লিখিত চুক্তি হয় পূর্বে নির্দ্ধারিত মানের যে কোনো কৃষিকাজের উৎপাদন বা লালন পালনের আগে, এতে স্পনসর কৃষকের কাছ থেকে এই জাতীয় কৃষিজাত দ্রব্য কিনতে এবং খামার পরিসেবা সরবরাহ করতে সম্মত হন।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারণাটির উদ্দেশ্য "কৃষিজ চুক্তি" শব্দটির অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে এবং তিনি পৃষ্ঠপোষকের সাথে সম্মত শর্তাদি অনুসারে বিতরণে পণ্যটির দাম পান।

i) "বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি" যেখানে পণ্যের মালিকানা উৎপাদনকালীন কৃষকের কাছে থাকে এবং স্পনসরের সহিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উৎপাদিত দ্রব্য প্রত্যার্পণের পর তার দাম পাইবে।

ii) "উৎপাদন চুক্তি" যেখানে স্পনসর পুরোপুরি বা আংশিকভাবে এবং পরিষেবাগুলির ঝুঁকি বহন করতে খামার পরিষেবা সরবরাহ করতে সম্মত হয়, তবে এই জাতীয় কৃষকের দ্বারা সরবরাহিত পরিষেবার জন্য কৃষকের কাছে অর্থ প্রদান করতে সম্মত হন; এবং

iii) এই জাতীয় অন্যান্য চুক্তি বা উপরে বর্ণিত চুক্তির মিশ্রণ।

জ) কৃষিকাজের অন্তর্ভূক্ত –

i) ভোজ্য তৈলবীজ এবং তেলসহ খাদ্যদ্রব্য, গম, চাল বা অন্যান্য মোটা দানা, ডাল, শাক-সব্জি, ফলমূল, বাদাম, এসপি সহ সব ধরণের সিরিয়াল প্রাকৃতিক বা প্রক্রিয়াজাত আকারে মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে;
গম, চাল বা অন্যান্য মোটা শস্য, ডাল, শাক-সব্জি, ফল, বাদাম, মশলা, আঁদা এবং হাঁস-মুরগির মাংস, পিগরি, গোটারী, ফিসারী এবং দুগ্ধ,

ii) গবাদি পশুদের চারণ, তেলকেক এবং অন্যান্য ঘনত্ব সহ

iii) কাঁচা তুলা, জিনড বা অবরুদ্ধ;

iv) তুলা বীজ এবং কাঁচা পাট;

ঝ) "ফার্ম" এর অর্থ ভারতীয় অংশীদারী আইন, ১৯৩২ এর ৪(চার) নম্বর ধারানুযায়ী হইবে।

ঞ) "ফোর্স ম্যাজিউর" এর অর্থ খাদ্য, খরা, খারাপ আবহাওয়া, ভূমিকম্প, রোগের মহামারী প্রাদুর্ভাব, পোকামাকড়সহ যে কোনো অপ্রত্যাশিত বাহ্যিক ঘটনা এবং এই জাতীয় ইভেন্টগুলি যা একটি অনিবার্য্য এবং কৃষিকার্য চুক্তিতে প্রবেশকারী পক্ষগুলির নিয়ন্ত্রণের বাইরে;

ট) "প্রজ্ঞাপন" এর অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কৃর্তক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনটি যে সরকারের হোক না কেন সরকারী গেজেটের মাধ্যমে হইবে এবং 'বিজ্ঞপিত' অবিব্যক্তিটি সেই অনুসারে গণ্য হইবে;

ঠ) 'ব্যক্তি' এর অর্থ –

i) একজন ব্যক্তি;

ii) একটি অংশীদারী ফার্ম'

iii) একটি সংস্থা;

iv) একটি সীমিত দায়বদ্ধ অংশীদারীত্ব;

v) একটি সমবায় সমিতি;

vi) একটি সমাজ; অথবা

vii) কোনো সংঘ অথবা সংঘবদ্ধ ব্যক্তিদের কোনো সমিতি বা সংস্থা যাহা কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের চলমান কর্মসূচীর আওতায় একটি গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃত;

ড) "নির্দ্ধারিত" এর অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্দ্ধারিত;

ঢ) "রেজিষ্ট্রেশন অথরিটি" এর অর্থ ধারা ১২(বারো) এর অধীনে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি কর্তৃপক্ষ;

ণ) "স্পনসর" এর অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি কৃষকের সাথে একটি কৃষিজাত পণ্য ক্রয়ের জন্য কৃষিজ চুক্তি করেছেন;

ত) "রাষ্ট্র' এর অর্থ বলতে কেন্দ্রীয় এলাকা সহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

– কৃষিকাজ চুক্তি –

৩. ১) কোনো অনুরাগী যে কোনো কৃষিকাজের ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তি করতে পারে এবং এ জাতীয় চুক্তি সরবরাহ করতে পারে –

ক) সরবরাহের সময়, গুনমাণ, গ্রেড, মান, দাম এবং এই জাতীয় বিষয় সহ এ জাতীয় পণ্য সরবরাহের শর্তাদি; এবং

খ) কৃষি পরিসেবা সরবরাহ সম্পর্কিত শর্তাদি;

তবে শর্ত থাকে যে এই জাতীয় খামার পরিসেবা সরবরাহের জন্য কোনো আইনী প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার দায়িত্ব স্পনসরের বা ফার্ম সার্ভিস প্রোভাইডার যে কোনটি হতে পারে।

২) এই অংশের অধীনে কোনো কৃষক কোনো অংশীদারের কৃষকের কোনো অধিকার লঙ্ঘন করে কোনো কৃষকচুক্তি সম্পাদন করবে না,

ব্যাখ্যা – এই উপবিভাগের উদ্দেশ্যে, "শেয়ার কপার" শব্দের অর্থ কৃষকের জমির একজন কৃষক বা দখলকারী যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বা আনুষ্ঠানিকভাবে ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দিতে বা জমির মালিককে কৃষিজমির উত্থিত বা লালন পালনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে সম্মত হন।

৩) কৃষিজ চুক্তির সর্বনিম্ন সময়কাল এক ফসলের জন্য হবে বা পশুসম্পদের একটি উৎপাদন চক্র, যেমনটি হতে পারে, এবং সর্বোচ্চ সময়কাল পাঁচ বৎসর হতে হবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে যে কোনো কৃষিকার্যের উৎপাদন চক্র দীর্ঘ হয় এবং পাঁচ বছরেরও বেশী যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে কৃষিকাজ চুক্তির সর্বাধিক সময়কাল পারস্পরিক বোঝাপরার দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং পৃষ্ঠপোষক যাহা কৃষিজ চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

৪) কৃষকদের লিখিত কৃষিতে চুক্তির মাধ্যমে প্রবেশের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন উপযুক্ত মনে করে তেমনভাবে মডেল চাষ চুক্তিগুলির সাথে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করতে পারে।

৪.১) একটি কৃষিনির্ভর চুক্তিতে প্রবেশকারী পক্ষগুলি এই জাতীয় চুক্তি সম্মতির কার্য সম্পাদনের শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করতে এবং প্রয়োজনীয় হতে পারে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য গুনমান, গ্রেড এবং একটি কৃষিজ উৎপাদনের মান সহ।

৪.২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য, পক্ষগুলি মান, গ্রেড এবং মান গ্রহণ করতে পারে–

ক) যা কৃষিনির্ভর অনুশীলন, কৃষি জলবায়ু এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; অথবা

খ) রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনো সংস্থা কৃর্তক প্রণীত, বা এই উদ্দেশ্যে এই জাতীয় কৃর্তপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত কোনো সংস্থা, এবং কৃষিজ চুক্তিতে স্পষ্টভাবে এ জাতীয় গুণমান, গ্রেড এবং মান উল্লেখ করুন।

৩) কীটনাশক অবশিষ্টাংশের জন্য মানের, গ্রেড এবং মান, খাদ্য সুরক্ষা মান, কৃষিক্ষেত্রে ভাল কৃষিকাজ এবং শ্রম ও সামাজিক বিকাশের মানও গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪) একটি কৃষিনির্ভর চুক্তিতে প্রবেশকারী পক্ষগুলিকে এমন একটি শর্ত হিসাবে প্রয়োজন হতে পারে যে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য, গুণমান, গ্রেড এবং মান নিরীক্ষণ করা হবে চাষ বা পালনের প্রক্রিয়া চলাকালীন বা প্রসবের সময় মানকগুলি পর্যবেক্ষণ ও শংসাপত্রিত হবে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা নিরপেক্ষতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে যোগ্য।

৫) একটি কৃষি উৎপাদন ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত মূল্যে নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে এবং নিজেই কৃষিতে চুক্তির মাধ্যমে উল্লেখ করা যেতে পারে এবং যদি এই জাতীয় মূল্য প্রকরণের সাপেক্ষে হয়, তবে এই ধরণের চুক্তি স্পষ্টভাবে প্রদান করবে–

ক) এই জাতীয় উৎপাদনের জন্য গ্যারান্টিযুক্ত মূল্য দিতে হবে;

খ) গ্যারান্টিযুক্ত মূল্যের উপর ও অতিরিক্ত পরিমানের জন্য একটি স্পষ্ট মূল্যের রেফারেন্স বোনাস বা প্রিমিয়াম সহ কৃষকের সর্ব্বোত্তম মূল্য নিশ্চিত করতে এবং এ জাতীয় মূল্য রেফারেন্স নির্দিষ্ট এপিএমসি ইয়ার্ডের বিদ্যমান দামের সাথে যুক্ত হতে পারে বা বৈদ্যুতিন বাণিজ্য এবং লেনদেন প্লাটফর্ম বা অন্য কোনো উপযুক্ত বেঞ্চমার্ক মূল্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে এই জাতীয় দাম বা গ্যারান্টিযুক্ত মূল্য বা অতিরিক্ত পরিমাণ নির্দ্ধারণের পদ্ধতিটি কৃষির চুক্তিতে সংযুক্ত করা হবে।

৬) ৬.১) যেখানে কৃষিকাজ চুক্তির আওতায় যে কোনো কৃষকের পণ্য সরবরাহ করা হবে–

ক) ফার্ম গেটে স্পনসর কর্তৃক গৃহীত, তিনি অনুমোদিত সময়ের মধ্যে এই জাতীয় সরবরাহ গ্রহণ করবেন;

খ) কৃষক দ্বারা প্রভাবিত, এটি সুনিশ্চিত করার জন্য এটি স্পনসরের দায়িত্ব হবে সময়মতো এ জাতীয় সরবরাহ গ্রহণের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২) পৃষ্ঠপোষক, যে কোনো চাষের পণ্য সরবরাহের গ্রহণের পূর্বে, গুণগত মান পরীক্ষা করতে পারে বা কৃষির চুক্তিতে উল্লেখিত যেমন পণ্যগুলির অন্য কেনো বৈশিষ্ট্য, অন্যথায়, তিনি উৎপাদন পরিদর্শন করেছেন বলে গণ্য হবে সরবরাহের সময় বা তার পরে এ জাতীয় উৎপাদন গ্রহণযোগ্যতা থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো অধিকার থাকবে না।

৬.৩) স্পনসর নিশ্চিত করবে–

ক) যেখানে কৃষির চুক্তি বীজ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত, সেখানে বিতরণের সময় সম্মত পরিমাণের দুই তৃতীয়াংশের চেয়ে কম প্রদান করা এবং যথাযথ শংসাপত্রের পরে অবশিষ্ট পরিমাণ, তবে প্রসবের ত্রিশ দিনের পরে নয়;

ঘ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, ফার্মিং পণ্য সরবরাহের সময় বা গ্রহণের সময় সম্মত পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে এবং বিক্রয় আয়ের বিবরণ সহ একটি রসিদ/ স্লিপ প্রদান করিবে।

৬.৪) রাজ্য সরকার উপধারা (৩) এর অধীনে কৃষককে যে পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতে অর্থ প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ করতে পারে।

৭) ৭.১) এই অধ্যাদেশের অধীনে যে কোনো কৃষিকাজের ক্ষেত্রে কৃষিকাজ চুক্তি করা হয়েছে, এই জাতীয় পণ্যগুলি যে কোনো নামেই ডাকবে, কোনো রাজ্য আইনের প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি পাবে এই জাতীয় উৎপাদন ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত।

৭.২) প্রয়োজনীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫ বা এর অধীনে প্রদত্ত যে কোনো নিয়ন্ত্রণ আদেশে যা কিছুই থাকুক না কেন বা আপাতত কার্যকর হওয়ার জন্য অন্য কোনো আইনে, মজুদ সীমা সম্পর্কিত যে কোনো বাধ্যবাধকতা, কেনা হয় এমন পরিমাণে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এই অধ্যাদেশের বিধান মেনে একটি কৃষি চুক্তির অধীনে।

৮) কোনো কৃষিকাজ চুক্তি করা হবে না যাহার উদ্দেশ্য ঃ

ক) কৃষকের জমি বা চত্বরের বিক্রয়, ইজারা ও বন্ধক সহ যে কোনো স্থানান্তর; অথবা

খ) কৃষকের জমি বা চত্বরে স্থায়ী কাঠামো বাড়ানো বা কোনো পরিবর্তন করা, যদি না স্পনসর এই জাতীয় কাঠামো অপসারণ করতে বা জমিটিকে তার মূল অবস্থাতে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয় না, তার ব্যায়ে, চুক্তির সমাপ্তি বা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, যেমনটি হতে পারেঃ

শর্ত থাকে যে সেখানে স্পনসর কর্তৃক সম্মতি অনুসারে এই জাতীয় কাঠামো সরানো হয় নি, চুক্তির সমাপ্তির পরে এ জাতীয় কাঠামোর মালিকানা কৃষকের কাছে ন্যস্ত করা উচিত বা চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে পারে, যেমনটি হতে পারে।

৯) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার এর যে কোনো প্রকল্পের আওতায় একটি বীমাচুক্তি বা ঋণ উপকরণের সাথে যুক্ত হতে পারে বা কৃষক বা স্পনসর বা উভয়কেই ঝুঁকি হ্রাস এবং ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করতে কেনো আর্থিক পরিসেবা সরবরাহকারী।

১০) অধ্যাদেশে অন্যথায় কিছু বলা না থাকিলে, কোনো সমাহারকারী বা খামার পরিসেবা সরবরাহকারী কৃষির চুক্তিতে অংশ নিতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে, এই ধরণের কৃষি চুক্তিতে এ জাতীয় সংগঠক বা খামার পরিসেবা সরবরাকারীর ভূমিকা এবং পরিসেবাগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা – এই বিভাগের উদ্দেশ্য ঃ

ক) 'এগ্রিগেটর' অর্থ কৃষক উৎপাদক সংস্থা সহ যে কোনো ব্যক্তি, যিনি একজন কৃষক বা একদল কৃষক এবং একটি সম্পনসর এর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেন এবং উভয় ভক্ত এবং স্পনসরকে একত্রিতকরণ সম্পর্কিত পরিসেবা সরবরাহ করে;

খ) "ফার্ম পরিষেবা বরবরাহকারী" এর অর্থ হল যে কোনো ব্যক্তি খামার পরিষেবা সরকবরাহ করে;

১১) কৃষিকাজ চুক্তিতে প্রবেশের পর যে কোনো সময়, এই জাতীয় চুক্তির পক্ষগুলি পারস্পরিক সম্মতিতে, যে কোনো যুক্তিসংগত কারণে এ জাতীয় চুক্তি পরিবর্তন বা সমাপ্ত করতে হবে।

১২) ১) একটি রাজ্য সরকার কোনো রাজ্যের জন্য বৈদ্যুতিন রেজিষ্ট্রি দেওয়ার জন্য একটি নিবন্ধকরণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে যা কৃষি চুক্তির নিবন্ধনের জন্য সহজ কাঠামো সরবরাহ করতে সক্ষম।

২) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের গঠন, ক্ষমতা এবং কার্যাদি, এবং নিবন্ধনের প্রক্রিয়া যেমন রাজ্য সরকার দ্বারা নির্দ্ধারিত হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

–বিরোধ নিস্পত্তি–

১৩) ১) প্রতিটি কৃষি নির্ভর চুক্তি স্পষ্টভাবে একটি সমঝোতা প্রক্রিয়া এবং সমঝোতা বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা করবে, চুক্তিতে পক্ষ সমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে;

তবে শর্ত থাকে যে এই জাতীয় সমঝোতা বোর্ডে সকল পক্ষের প্রতিনিধিত্ব ন্যায্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ হবে।

২) কৃষিকাজ চুক্তি থেকে উদ্ভুত বিরোধ প্রথমে কৃষির চুক্তির বিধানানুসারে গঠিত সমঝোতা বোর্ডের কাছে প্রেরণ করা হবে এবং এ জাতীয় বিরোধ নিস্পত্তির জন্য বোর্ডের দ্বারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে।

৩) যেখানে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে, সমঝোতার প্রক্রিয়া চলাকালীন একটি নিস্পত্তি হয়, সমঝোতার স্মারকলিপি সেই অনুসারে পক্ষ দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে এবং এই জাতীয় বিরোধে স্বাক্ষরিত হইবে এবং এইরূপ নিস্পত্তি পক্ষগণের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

১৪) ১) যেখানে, অনুরাগী চুক্তিটি অনুচ্ছেদ ১৩ এর উপধারা (১) এর অধীন প্রয়োজনীয় সমঝোতা প্রক্রিয়া সরবরাহ করবে না, বা কৃষি নির্ভর চুক্তিতে থাকা পক্ষগুলি ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই ধারার অধীনে তাদের বিরোধ নিস্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়, তারপর, এ জাতীয় যে কোনো পক্ষ সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে পারেন কৃষি নির্ভর চুক্তির অধীনে বিরোধগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যিনি মহাকুমা কর্তৃপক্ষ হইবেন।

২) উপধারা (১) এর অধীনে বিরোধ প্রাপ্তির পরে মহাকুমা কর্তৃপক্ষ করতে পারে–

ক) কৃষি চুক্তির সমঝোতা প্রক্রিয়া সরবরাহ করে না, এ জাতীয় বিরোধ নিস্পত্তির জন্য একটি সমঝোতা বোর্ড গঠন অথবা,

খ) পক্ষগুলি সমঝোতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের বিরোধ নিস্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে, এই জাতীয় বিরোধ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিরোধটির নিস্পত্তি করবে, পক্ষগুলিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দেওয়ার পরে এবং বিতর্কের পরিমাণে পুনরুদ্ধারের জন্য একটি আদেশ পাস করার পর নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে যেমন উপযুক্ত মনে হয় এই জাতীয় শাস্তি এবং সুদের সাথে ঃ–

i) যেখানে স্পনসর কৃষকের কারণে পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, এই জাতীয় জরিমানা বকেয়া পরিমাণ থেকে দেড়গুণ বাড়তে পারে;

ii) যেখানে অগ্রিম অর্থ প্রদান বা ইনপুটগুলির ব্যয়ের কারণে পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য আদেশটি কৃষকের বিরুদ্ধে রয়েছে, কৃষিকাজ চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে, এই পরিমাণ অর্থ স্পন্সর কর্তৃক ব্যয়িত আসল ব্যয়ের বেশী হবে না;

iii) যেখানে বিরোধের সাথে কৃষির চুক্তি অধ্যাদেশের বিধি লংঘন করে, বা কৃষকের দ্বারা ডিফল্ট বলপ্রয়োগের কারণে হয়, তারপরে, কৃষকের বিরুদ্ধে অর্থ পুনরুদ্ধারের কোনো আদেশ গৃহীত হবে না।

৩) এই বিভাগের আওতাধীন মহাকুমা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আদেশের দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি হিসাবে একই ক্ষমতা থাকবে এবং দেওয়ানী কার্যবিধির কোড ১৯০৮ এর অধীন একটি ডিক্রির মতো কার্যকরভাবে প্রয়োগযোগ্য, উপধারা (৪) এর অধীনে আপীল পছন্দ না করা পর্যন্ত।

৪) মহাকুমা কর্তৃপক্ষের আদেশে আক্রোশিত যে কোনো পক্ষ আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পছন্দ করতে পারে, যার সভাপতিত্ব করবেন কালেক্টর বা কালেক্টর কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত কালেক্টর, এই জাতীয় আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে হতে হবে।

৫) আপিল গৃহীত হবার দিন থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিলের নিস্পত্তি করিতে হবে।

৬) এই ধারার অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আদেশের দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি হিসাবে গ্রাহ্য হইবে এবং সমান বল থাকিবে এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির অধিনে ডিক্রির মতোই বলবৎ যোগ্য হইবে।

৭) মহাকুমা কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো আদেশের অধিন প্রদেয় পরিমাণ, কেস হিসাবে হতে পারে। জমির রাজস্ব বকেয়া হিসাবে আদায় করা যেতে পারে।

৮) উপ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষ এই ধারার অধীন বিরোধের নিস্পত্তির সময়, শপথ নেওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য, সাক্ষীর উপস্থিতি কার্যকর করার জন্য দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে, কেন্দ্রীয় সরকার

কর্তৃক নির্দ্ধারিত নথি এবং উপাদান সামগ্রীর আবিস্কার এবং উৎপাদন বাধ্যতামূলক করে।

৯) মহাকুমা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন বা আবেদন করার জন্য পদ্ধতি এবং আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনের পদ্ধতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত হতে পারে।

১৫) ১৪ নং ধারায় যা কিছু বলা থাকা সত্ত্বেও এই ধারার অধীন পাশ হওয়া আদেশ অনুসরণ করে কোনো পরিমাণে আদায়ের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি, যে ক্ষেত্রে কৃষকের কৃষি জমি থেকে তা আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়

–বিবিধ–

১৬) কেন্দ্রীয় সরকার সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় দিক বিবেচনা করে নির্দেশ জারী করতে পারে, এই আইনের বিধিগুলির কার্যকর প্রয়োগের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে এবং রাজ্য সরকার এই জাতীয় নির্দেশাবলী মেনে চলবে।

১৭) নিবন্ধকরণ কর্তৃপক্ষ, মহাকুমা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ সহ সমস্ত কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন গঠিত বা নির্ধারিত, ভারতীয় দন্ডবিধির ২১ নং ধারানুযায়ী জনসাধারণের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবে।

১৮) কোনো মামলা, মামলা মোকদ্দমা বা অন্য কোনো আইনী কার্যক্রম কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা যাবে না, নিবন্ধকরণ কর্তৃপক্ষ, মহাকুমা কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ বা অন্য যে কেনো ব্যক্তি যা ভাল বিশ্বাসের সাথে সম্পন্ন হয়েছে তার জন্য এই আইনের অধীনে বা এর অধীন প্রদত্ত যে কোনো বিধানের আওতায় সম্পন্ন করার উদ্দেশ্য।

১৯) কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে কোনো মামলা বা কার্যকরী অনুষ্ঠানের জন্য কোনো দেওয়ানী আদালতের এক্তিয়ার থাকবে না যা একটি অ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষ এই আইনের দ্বারা বা এর অধীনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং গৃহীত কোনো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে কোনো আদালতের বা অন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো আদেশ, নিষেধ অনুমোদিত হইবে না বা এই অধ্যাদেশ বা এর অধীন প্রদত্ত যে কোনো বিধি দ্বারা বা প্রদত্ত কোনো ক্ষমতা অনুসরনে গৃহীত হইবে।

২০) এই আইনের বিধানগুলি অসংগত যে কোন কিছু হলেও কার্যকর হবে, তৎকালীন কার্যকর থাকার জন্য যে কোনো রাষ্ট্রীয় আইনে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে বা এই অধ্যাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো আইনের দ্বারা কার্যকর যে কোনো উপকরণে ঃ

তবে শর্ত থাকে এই যে, একটি অনুরাগী চুক্তি বা এই জাতীয় চুক্তি কার্যকর হওয়ার জন্য কোনো রাজ্য আইনের আওতায় প্রবেশ করেছে, অথবা এই অধ্যাদেশে কার্যকর হওয়ার তারিখের আগে, এর অধীনে কোনো বিধি তৈরী করা হয়েছে, এই জাতীয় চুক্তি বা চুক্তির সময়কালের জন্য বৈধ হতে থাকবে।

২১) ষ্টক এক্সচেঞ্জ এবং সিকিউরিটিস কন্ট্রাক্টস রেগুলেশন আইন ১৯৫৬ এর অধীনে স্বীকৃত কর্পোরেশনগুলির মধ্যে লেনদেন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকরী হইবে না।

২২) ১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলী পালনের জন্য বিধি বা নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারবে।

২) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত শক্তির সাধারণতার প্রতি প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই, এই জাতীয় বিধিগুলি নিম্নলিখিত বা যে কোনো বিষয় সরবরাহ করতে পারে, যথা–

ক) অন্যান্য উদ্দেশ্যে যার জন্য মহাকুমা কর্তৃপক্ষ অথবা আপিল কর্তৃপক্ষ ১৪ নং ধারার ৮নং উপধারার অধীনে সকল প্রকার দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ভোগ করবে;

খ) মহাকুমা কর্তৃপক্ষ অথবা আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জমা দেবার পদ্ধতি দেওয়ানী আইনের ১৪নং ধারার ৯নং উপধারা মোতাবেক হইবে।

গ) নির্দ্ধারিত বা নির্দ্ধারিত অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বিধি বা নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারবে।

৩) এই আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রতিটি বিধি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথেই তা করা হবে, অধিবেশন চলাকালীন প্রতিটি সংসদের আগে, মোট ত্রিশ দিন ধরে যা এক অধিবেশনে বা দুই বা ততোধিক অধিবেশনগুলিতে গঠিত হতে পারে, এবং অধিবেশনটি বর্তমান বা পূর্ববর্তী ক্রমাগত অধিবেশন অনুসরণ করার আগে, উভয় কক্ষ নিয়মে কোনো পরিবর্তন আনতে সম্মত হয় বা উভয় কক্ষই সম্মত হয় যে এই বিধি তৈরী করা উচিত নয়, এর পরে নিয়মটি কেবলমাত্র এ জাতীয় পরিবর্তিত আকারে কার্যকর হবে বা কার্যকর হবে না, যেমন মামলা হতে পারে; সুতরাং তবে এই বিধি অনুসারে পূর্বে করা কোনো কিছুর বৈধতা সম্পর্কে এই জাতীয় কোনো পরিবর্তন বা বাতিলকরণ কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই হবে।

২৩) ১) রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানবলী পালনের নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করতে পারে।

২) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত শক্তির সাধারণতার প্রতি কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই,এই জাতীয় বিধিগুলি নিম্নলিখিত বা যে কোনো বিষয় সরবরাহ করতে পারে, যথা ঃ–

ক) ধারা-৬ এর উপধারা ৪ এর অধীনে কৃষককে অর্থ প্রদানের পদ্ধতি;

খ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং ধারা-১২ এর উপধারা (২) এর অধীনে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া মোতাবেক হইবে।

গ) নির্দ্ধারিত বা নির্দ্ধারিত অন্য কোনো বিষয়ে, বা বিধি দ্বারা রাজ্য সরকার কর্তৃক কোনো বিধান করা উচিত।

৩) এই আইনের অধিনে রাজ্য সরকার প্রণীত প্রতিটি বিধি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথেই তা করা হবে, রাজ্য আইনসভার যেখানে প্রতিটি কক্ষ দুই কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত তার প্রতিটি কক্ষের আগে বা যেখানে এই ধরণের আইনসভা একটি কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত হয়, সেই কক্ষের আগে।

২৪) ১) এই আইনের বিধানগুলিকে কার্যকর করতে যদি কোনো অসুবিধা দেখা দেয়, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশক্রমে এই জাতীয় বিধানগুলি সরবরাহ করতে পারে, এই অধ্যাদেশের বিধানগুলির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যেমন সমস্যাটি অপসারণের জন্য এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে।

২) এই ধারার অধীনে করা প্রতিটি আদেশ দেওয়া হবে এটি তৈরী হওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সংসদের প্রতিটি কক্ষের সম্মুখে।

২৫) ১) কৃষকের (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) মূল্য আশ্বাস এবং খামার পরিষেবা অধ্যাদেশ ২০২০ বাতিল বলে গণ্য হবে।

২) যদিও এই বাতিলে, কোনো কিছু করা বা কাজ করা হয়েছে কৃষকের (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) মূল্য আশ্বাস এবং খামার পরিষেবা অধ্যাদেশে ২০২০ মাধ্যমে, তা করা হয়েছে বা গ্রহণ করা হয়েছে এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে বলে গ্রহণ করা হবে।

ড. জি. নারায়ন রাজু

সচিব, ভারত সরকার